মিলিয়ন ডলার কনটেন্ট হ্যাকস

মোঃ ইকরাম

মিলিয়ন ডলার কনটেন্ট হ্যাকস
মোঃ ইকরাম

©প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
রায়হানা সুলতানা
শব্দাবলি প্রকাশন

প্রচ্ছদ
সাইদুর শুভ

বইমেলা পরিবেশক
বাঁধন পাবলিকেশন্স

Million Dollar Content Hacks, Md. Ekram
First published in January 2025, Published by Shabdaboli

ISBN: 978-984-99221-3-1

উৎসর্গ

২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর,
আমার জীবনের সবচাইতে সেরা ধন, আমার কলিজার টুকরা,
আমার মেয়ে আফিজা নাবহান মাত্র ৬ বছর ১০ মাস বয়সে
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে।
বাবা হিসেবে সবচাইতে কঠিন কাজ
নিজের সন্তানকে কবরে শোয়ানোর কাজটা
নিজের হাতে করতে হয়েছিলো।
এ বইটা আমার সেই মেয়েকে উৎসর্গ করছি।
সবার কাছে দোয়া চাই, তার সাথে যাতে আবার দেখা হয়।

গোড়ায় গণ্ডগোল

অনলাইন বিজনেসে সেলস বাড়াতে না পারার কারণ কি? ০৯
অ্যালগরিদমকে খুশি করে কনটেন্ট এ রিচ বাড়ানোর ট্রিক্স! ১১

ক তে কনটেন্ট কিং

কনটেন্ট, সেটা আবার কি? ১৬
দ্য আর্ট অফ স্টোরিটেলিং ২০
ব্লগ পোস্টের জন্য আর্টিকেল রাইটিং গাইডলাইন ২৭
সেলস ড্রিভেন কপিরাইটিং ফর্মুলা ৩৮
গরু মার্কা সেল পোস্ট ৪২
কনটেন্ট ট্রান্সফরমে হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাদের ইতিকথা ৪৫

কনটেন্ট ফর্মুলা

কনটেন্ট সুপারহিট করতে যে ৬ টি রুলস মানতেই হবে ৪৯
নয়েজ তৈরি করতে না পারলে, সেই কনটেন্টের মূল্য কী! ৫৩
কোটি টাকা সেলস কনটেন্ট ফর্মুলা ৫৭
কনটেন্ট এর ম্যাজিক - কেস স্টাডি ৬২
অনলাইন উদ্যোক্তাদের ট্রেন্ডি কনটেন্টের ভয়াবহ ফল ৬৬
ফেসবুক অ্যাড থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার সহজ সূত্র ৬৯
ইনবক্সে প্রাইস শুনে প্রোডাক্ট না কিনেই চলে যায়, সমাধান কী? ৭২

ভালো কনটেন্ট এর গলার দড়ি

কনটেন্ট তৈরি করছি, রেজাল্ট আসছে না কেন? ৭৪
ভুল- ০১: অ্যাভাটার পেইনপয়েন্ট নির্ধারণে ভুল প্রসেস ৭৫
ভুল- ০২: মানুষের মনে এক্সপার্ট হিসেবে জায়গা নিতে ব্যর্থ ৮০
ভুল- ০৩: হুক পয়েন্টে ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে ব্যর্থতা ৮২
ভুল- ০৪: কাস্টমারের তৃতীয় চক্ষুকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ব্যর্থতা ৮৩
ভুল- ০৫: কনটেন্ট প্রেজেন্টেশনে ক্রিয়েটিভিটি ফোটাতে ব্যর্থতা ৮৮

কনটেন্ট গেইম

মসলা বিজনেস ৯১
হানি নাটস ৯২
ফ্যাশন আইটেম ৯৭
পাঞ্জাবি ১০১
গ্যাজেট আইটেম ১০৪
ফিল্টার সার্ভিসিং ১০৬

কনটেন্ট ড্রাইভ

সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলস করতে হলে খেলতে হবে মাইন্ড গেইম ১১১
৩০ টি কনটেন্ট আইডিয়া ১১৬
কনটেন্ট ক্যালেন্ডার - কনটেন্ট হবে প্লান মাফিক ১৪০
কমবে খরচ বাড়বে সেলস - কনটেন্ট ফানেল ১৪৫
মিলিয়ন ডলার সেলস কনটেন্ট! ১৫৪
শেষ কথা ১৫৯

CHAPTER 01

অনলাইন বিজনেসে সেলস বাড়াতে না পারার কারণ কি

শিক্ষা ১: ডিজিটাল মার্কেটিং মানে ফেসবুক অ্যাডস

সেলস বৃদ্ধিতে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছেন। ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে গিয়ে শিখছেন, "Content is the king of digital marketing/business"। কিন্তু এমনভাবেই শিখছেন যে শেখার পর বলছেন, ডিজিটাল মার্কেটিং মানে ফেসবুক অ্যাড।

কনটেন্ট মার্কেটিং মানে ভিন্ন স্কিল। কনটেন্ট মার্কেটিং স্কিলটাকে ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই শিখলেন না, সেখানেই হেরে গেলেন। যাকে বলছেন, মার্কেটিংয়ের কিং, তাকেই যদি মার্কেটিংয়ের স্কিলই মনে না করেন, সেখানেই তো সেলস গ্রোথ আটকে গেল।

তবে বর্তমানে কিন্তু স্লোগানটা চেঞ্জ হয়েছে। Content is not only king, Content is everything.

জীবনে সফল হতে
৪ টি আগাছা শিকড় সহ
উপড়ে ফেলতেই হবে

১ কাল থেকেই শুরু করবো
২ লোকে কি মনে করবে
৩ আমি চাই কিন্তু হয় না
৪ আমার দারা এই কাজ হবে না

মোঃ ইকরাম
ফাউন্ডার, কনটেন্ট কিং

CHAPTER 03

কনটেন্ট, সেটা আবার কী

কনটেন্ট তো তৈরি করতে পারি না, এটা আরেক সমস্যা। এবার কনটেন্ট নিয়েই লিখব। এ লেখাটা পড়ার পর কনটেন্টে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

কনটেন্ট কী

আর্টিকেল, ছোট পোস্ট, ভিডিও, লাইভ ভিডিও, ইমেজ, ইনফোগ্রাফিকস, অডিও সাউন্ড—সবকিছুই আর্টিকেল। ইনফ্যাক্ট আমরা যেকোনো কিছু ব্র্যান্ডিং করার পরিকল্পনা করলে সব ধরনের কনটেন্ট ব্যবহার করি।

সবকিছুতে আপনার দক্ষতা না থাকতেও পারে, সেটাকে অজুহাত দেখিয়ে হা-হুতাশ করার মতো কিছু নেই। আমি দেখতে সুন্দর না, উচ্চারণও আমার ভালো নয়। সেজন্য আমি নিজেকে প্রদর্শন করে ভিডিও কনটেন্ট করি না। সেজন্য হা-হুতাশ করি না। সেটার জন্য যোগ্য না দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, এরকম কিছু ভাবি না। অন্য টাইপ ভিডিও কনটেন্ট বানিয়ে ফেলি। আর আর্টিকেল লেখাতে নিজের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করেছি।

গল্প মানুষকে এনগেজ করে

গল্পের আবেদন আসলে সার্বজনীন। হিরো, আন্ডারডগ বা হৃদয় ভেঙে যাওয়ার গল্প সারা বিশ্বের মানুষ সহজভাবেই বুঝতে পারে। মূল ব্যাপারটা হলো আমরা সবাই ইমোশনকে প্রসেস করতে পারি এবং সময়মতো নিজের রাগ, দুঃখ, আশা, ভালোবাসা শেয়ার করতে ভালোবাসি। গল্পের মধ্যে যে আবেগ থাকে সেটা নানা কিসিমের মানুষকে একটা পয়েন্টে একত্র করে ফেলে।
একটা উদাহরণ দিই।

প্লেটো একদিন তার ওস্তাদ সক্রেটিসের কাছে গেলেন। গিয়ে বললে—ওস্তাদ, একটা দেশে তো নানারকম লোক আছে। কেউ গাড়ি চালায়, কেউ গাড়িতে চড়ে; কেউ ব্যবসা করে, কেউ চাকরি করে; কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আবার ওকালতি করে। কেউ দেশে পড়ে কেউ বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে। কেউ রাজনীতির লোক, কেউ রাজনীতি পছন্দ করে না। ওতে বিচিত্র লোক কীভাবে দেশকে ভালোবাসবে? দেশপ্রেম দেখাবে?

সক্রেটিস হাসলেন। বললেন—দেশপ্রেমের দরকার নেই।
প্লেটো অবাক হয়ে বললেন—সে কী ওস্তাদ! দেশকে ভালোবাসবে না? কেমনে কী?

সক্রেটিস তখন বলেন—না, আলাদা করে দেশকে ভালোবাসার দরকার নেই। যার যা কাজ সেটাই যদি করে তাহলেই দেশকে ভালোবাসা হয়।

নিজের কাজ সর্বোত্তমভাবে করাটাই হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের সংজ্ঞাটা জাস্ট একটা গল্পের মাধ্যমেই সবাইকে বোঝানোটা অনেক সহজ কাজ হয়ে গেল।

আমরা তো এখন জানি যে, স্টোরিটেলিং হচ্ছে একটা আর্ট। তার মানে এর কোনো সহজ বা কঠিন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। অন্য সব আর্টের মতো গল্প বলার জন্য সৃজনশীলতা, রূপকল্প ও দক্ষতা—এইগুলো লাগবেই। খোঁজখবর নিলে দেখবেন, অনেক প্লট ভালো গল্প কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ক্লিক' করে না। আবার খুবই সাদামাটা, পুরোনো গল্পও মাঝেমধ্যে নতুন উপস্থাপনার গুণে মারমার কাটকাট হয়ে উঠতে পারে।

CHAPTER 07

গরু মার্কা সেল পোস্ট

প্রথম গরু বিক্রেতা: আমার কাছে গরু পাবেন, যার চারটা পা রয়েছে, দুইটা কান, দুইটা চোখ রয়েছে।

দ্বিতীয় গরু বিক্রেতা (ইউনিক সেলপোস্ট করার চেষ্টা): আমার গরুর সামনে দুইটা পা, পিছনে রয়েছে আরো দুইটা পা, দুইটা রয়েছে বড় বড় চোখ, দুইটা লম্বা কান।

তৃতীয় গরু বিক্রেতা (ইউনিক সেলপোস্ট করার চেষ্টা): আমার গরুর সামনের দুইটা পা একটু চিকন, পিছনের দুইটা পা যাকে আমরা পাছা বলি, সেটা সামনের দুইটার চেয়ে মাংসল বেশি, বড় বড় দুইটা চোখ যা দেখলে মনে হবে কাজল লাগানো, দুইটা লম্বা কান দেখতে খুব সেক্সি।

২ নম্বর ও ৩ নম্বর গরু বিক্রেতার পোস্টের এনগেজমেন্ট কমে যাওয়া, পোস্ট রিচ কমে যাওয়া, অ্যাড দিয়েও রিচ, সেল কম পাওয়ার কারণ ওপরের তিন জনের পোস্টের ধরনটা দেখেও বুঝতে না পারলে আপনার এখনো এ বিষয়ে জ্ঞান বাড়ানোর জন্য একটু বিজনেসে ব্রেক দেওয়া উচিত।

CHAPTER 09

কনটেন্ট সুপারহিট করতে যে ৬ টি রুলস মানতেই হবে

ধরুন, পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করার জন্য শর্ত হচ্ছে, ভালো করে পড়তে হবে, পড়ার পাশাপাশি যা মুখস্থ করেছে সেগুলো খাতাতে বেশি বেশি লিখতে হবে, তাহলে মনে থাকবে ভালো। আরো ভালোভাবে মনে রাখার জন্য তখন ডিম-দুধ খেতে হবে, হানি নাটসও খাওয়াতে হবে। সবগুলোই পালন করলেন, কিন্তু রেজাল্ট একদমই খারাপ আসছে। পরে খুঁজে দেখা গেল, সে পরীক্ষার হলে গিয়ে না লিখে, তখন ক্লাসরুমের সুন্দরী মেয়েদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে সময়টা নষ্ট করেছে। তাই সব উত্তর লিখে আসার সময় পায়নি। এখন রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে দেখে, চোখের দোষ না দিয়ে যদি বলেন, বাজারে এখন সব দুধ ও ডিমে ভেজাল, তাহলে কি সঠিক চিকিৎসা করাতে পারবেন? তার নেক্সট পরীক্ষা ভালো ফলাফল করতে হলে, চোখের দৃষ্টিকে কীভাবে ঠিক করবেন, সেই ওষুধ না দিলে অলটাইম রেজাল্ট খারাপ হতেই থাকবে।

ফিরে আসি, মূল টপিকসে।
কনটেন্ট হিট হওয়ার জন্য প্রধান যে শর্তগুলো পালন করতে আপনারা সবচেয়ে বেশি অবহেলা প্রদর্শন করেন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কনটেন্ট হিট হওয়ার প্রধান ছয়টি শর্ত:

শর্ত-১: ভিডিও বা ইমেজ হোক, সেটার টপিকস যদি মানুষের আলোচনার বা মানুষের মনের জিজ্ঞাসা নিয়ে না হয়ে থাকে, মানুষের যেটা জানার কোনো ইচ্ছাই নেই, সেই টপিকস নিয়ে কথা বললেও, অডিয়েন্সের সেটাতে কিছুই আছে যায় না, সেই টপিকস নিয়ে ভিডিও বা ইমেজ যেটাই করেন এবং সেই ভিডিও করতে গিয়ে হলিউডের স্টুডিওতে গিয়েও যদি মেক করেন, সেটা ভালো রেজাল্ট দেবে না।

হানি নাটসসের বিজ্ঞাপনে, সেখানের পণ্য কি প্রিমিয়াম, নাকি লোকাল—সেটি খুব বেশি মানুষের কিছু আসে-যায় না। আবার পুষ্টির অভাব পূরণে কাজ করবে, এই গল্প কতটা মানুষকে টাচ করবে জানি না। তবে, আমি কনভেন্সড হয়েছি, যখন আমার পাশের কলিগ বলছে, বস, আপনি তো ব্রেনের কাজ করেন, হানি নাটস খেলে ব্রেন খুব দ্রুত কাজ করে, একদম পরীক্ষিত। এটাই আমাকে টাচ করছে বেশি। তার মানে প্রিমিয়াম নাকি লোকাল নাটস—সেটা বলে ভিডিও লেন্থ না বাড়িয়ে যদি বলেন, আপনার আদরের বাচ্চাকে পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখতে হানি নাটস খাওয়ান, এটা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে, এটুকু লাইনই যথেষ্ট। বিজ্ঞাপনে ৯ মিনিট ধরে পুরো ইতিহাস বলাটা খুব চমৎকার ট্রিকস নয়। বিজ্ঞাপনে শর্টলি একটা মেসেজ বলে কনটেন্ট মেক করলে সেটা হয় ইফেক্টিভ।

শর্ত-২: ভিডিওতে ক্যারেক্টার বা একটা মানুষ রাখা জরুরি নয়। মানুষ না রেখেও ভিডিও করা যায়। বরং যেটা জরুরি, সেটা হচ্ছে, যে মানুষকে ভিডিওতে রাখছেন, সেই ব্যক্তি আকর্ষণীয়ভাবে কথা বলতে পারে কি না। যদি কথা বলার স্টাইল বাজে ধরনের বিরক্তিকর হয়ে থাকে, ওই ভিডিওতে যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই থাকুক, সেই পোস্টের রিচ বাড়াতে ডলার অনেক বেশি খরচ হবে। অর্গানিক রিচ ও অনেক কম হবে। কনটেন্ট ফেল হওয়ার এ বিষয়টা নিয়ে কতটা সচেতন আপনি?

শর্ত-৩: যেই ক্যারেক্টার দিয়ে কোনো একটা মেসেজ ভিডিওতে উপস্থাপন করছেন, মানুষ প্রথমেই যাচাই করে, সেই ব্যক্তি এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন। আপনি চিয়াসিড বিক্রি করতে গিয়ে ভিডিওতে এসে চমৎকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন, এই চিয়াসিড প্রতিদিন সকালে খেলে ওজন কমবে অনেক দ্রুত। সেটা দেখবেন রিচ কম। কিন্তু আরেক জন